চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও দামুড়হুদায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্যাডে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বহিষ্কৃত দুজন নেতা হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ড বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮ মার্চ ২০২৬, সোমবার থেকে উল্লিখিত দুই নেতাকে তাদের স্ব-স্ব দলীয় পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু বলেন, দল থেকে তাদেরকে বার বার সতর্ক করার পরেও তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। যার ফলশ্রুতীতে এই আদেশ এসেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে

বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত, ২ নেতাকে বহিষ্কার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ও কোলা ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও বাড়িঘর ভাংচুরের ঘটনায় উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

একই সাথে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ডাক্তার নুরুল ইসলাম এবং উপজেলা বিএনপির সদস্য আশরাফ হোসেন (মহুরি) কে দলীয় সকল পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হযেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার দিকে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু

সাঈদ জোয়ার্দ্দার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, জামাল ও কোলা ইউনিয়নে অভ্যন্তরিন কোন্দল সংঘর্ষে রুপ নেয়,এতে দুইজন নিহত ও বাড়িঘর ভাংচুরের প্রেক্ষিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট হইতে আদিষ্ট হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

এছাড়াও পরবর্তীতে উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত যদি কেউ থাকে, অধিকতর ও তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহবায়কসহ তিন নেতার বহিষ্কার দাবি

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু ও যুবদল নেতা আব্দাল হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার দাবি করেছেন রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম।

চাঁদপুর গ্রামে আওয়ামী লীগের ইফতার মাহফিলে সহযোগিতা করেছেন এমন অভিযোগ তুলে আজ মঙ্গলবার বিকালে রায়পুর ইউনিয়নের কড়ুইগাছি গ্রামে এক প্রতিবাদ সভায় তিনি বিএনপি’র এই তিন নেতার বহিষ্কার দাবি করেন।

তিনি আরো বলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মিল্টন রায়পুর ইউনিয়নের দু’জনকে কমিটি গঠনের দায়িত্ব দিয়েছে। তারা যেখানে কমিটি গঠন করতে যাচ্ছে সেখানেই মারধর খেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় বাড়ি ফিরছে।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কমিটিতে আওয়ামী লীগের লোকজনকে পদ দেওয়া হচ্ছে। বঞ্চিত করা হচ্ছে ত্যাগী

নেতাদের।

তিনি আরও বলেন, আব্দাল হক যুবদল কর্মী হলেও তাকে বিএনপি’র মত বড় দলের কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কড়ুইগাছি গ্রামের বিএনপি নেতা আমিরুল হক আমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, রায়পুর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, বিএনপি নেতা আনারুল ইসলাম, শালদহ গ্রাম বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক ঝুনুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি,

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

সাংবাদিক মোহাম্মদ মহসীন কে

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব থেকে বহিষ্কার

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সকল পদ থেকে মোহাম্মদ মহসীনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় নৈতিক স্থলনের অভিযোগ উঠায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, যুগ্ম সম্পাদক আকতারুজ্জামান, কোষাধাক্ষ দিলরুবা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, গণযোগাযোগ সম্পাদক এ সিদ্দিকী শাহিন, সদস্য মোর্তজা ফারুক রুপক।

উল্লেখ্য, আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার সাংবাদিক মোহাম্মদ মহসীন সহ দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে মেহেরপুর সদর থানায় এক ব্যবসায়ী লিখিত অভিযোগ করেন। এছাড়া ওই ব্যবসায়ীর সাথে চাঁদা নেওয়া ও পরে বিষয়টি জানাজানি হলে তার ফেরত দেওয়ার চেষ্টার ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ইবিতে র্যাগিংয়ের ঘটনায় ৬ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুর ও নবীন এক ছাত্রকে র্যাগিংয়ের ঘটনায় ৬ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কৃতদের মধ্যে একজনকে স্থায়ী ও ৫ জনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচ এম আলী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুরের ঘটনায় আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেজওয়ান সিদ্দিকী কাব্যকে স্থায়ী এবং র্যাগিংয়ের অভিযোগে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের হিশাম নাজির শুভ, মিজানুর রহমান ইমন, শাহরিয়ার হাসান, শেখ সালাউদ্দিন সাকিব ও সাদমান সাকিব আকিবকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রশৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের নবীন এক শিক্ষার্থী লিখিতভাবে র্যাগিংয়ের অভিযোগ করেন তারই বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে। পরদিন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে কর্তৃপক্ষ। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ওই ৫ জনকে প্রথম বর্ষের ২য় সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির ১২তম সভায় তাদেরকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়।

এদিকে, ২০২৩ সালের ১০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৫ জুলাই কাব্যকে সাময়িক বহিষ্কার করে তদন্ত কমিটি করে কর্তৃপক্ষ। কমিটিতে ছাত্র-উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শেলীনা নাসরিনকে আহ্বায়ক করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হওয়ায় আইন বিভাগের শিক্ষার্থী কাব্যকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ৫ নভেম্বর রেজওয়ানকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকেছিল কর্তৃপক্ষ, তবে তিনি উপস্থিত হননি। পরে ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির ১২তম সভায় তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। তারই পরিপেক্ষিতে ২৪ জানুয়ারি বুধবার ৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

চুয়াডাঙ্গায় ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে সাংবাদিক সন্মেলন

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বহিষ্কারের প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিক সন্মেলনে নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বুকে ধারণ করে উইনিয়ন আওয়ামী যুবলীককে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছি এবং যুবলীগের সমস্থ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তা প্রতিপালন করছি।

সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত নৌকার প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর মহদয়ের পক্ষে বর্তমান সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। যা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অবগত আছেন। নৌকার পক্ষে কাজ করায় স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকা মারফত জানতে পারি আমাদের বিরুদ্ধে জমিদখল, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের মনগড়া মিথ্যা ও ভিত্তীহিন অভিযোগ তুলে আমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যার কোন প্রমান বা সত্যতা নেই। অথচ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার ও যুগ্ন আহবায়ক সামমুদ্দোহা মল্লিক হাসু ব্যাক্তি স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে আমাদেরকে বহিষ্কার করেছেন। আমাদের একটিই অপরাধ চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় নৌকার পক্ষে কাজ করা। তাই আমরা বিষয়টি খুলনা বিভাগিয় যুবলীগের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করলে তারা জানিয়েছেন, এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছাড়া আর কিছুই না। গত ০২/০১/২০২২ সালে গঠিত নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের কমিটি বৈধ্য। তাই আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি বিলুপ্তি ও বহিষ্কারদেশের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ, তিতুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদ রেজাসহ নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দসহ নেতা কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসলামকে দল থেকে বহিষ্কার

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আসলাম হোসেনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গত সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সদস্য সচিব মো. শরীফুজ্জামান শরীফ স্বাক্ষরিক এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন শাখার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসলাম হোসেনকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে নিজ পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

একই সাথে মো. আব্দুর রহিম বাদশাকে বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিএনপির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য মো. আসলাম হোসেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক থাকা অবস্থায় গত ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানান।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সদস্য সচিব মো. শরীফুজ্জাম শরীফ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।